গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০৩৬.০৬.০১৬.১৯- ৮৬

তারিখঃ ২৩-০৩-২০২০ খ্রি:।

বিষয় : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ ।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভা গত ১২-০৩-২০২০ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৩.৩.২০২০
(মো: আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৫৬৮
sas.admin1@mos.gov.bd

বিতরণ (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কাযার্থে):

১। চেয়ারম্যান, চবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/মোবক/বাস্থবক/পাবক/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, বেইলী রোড, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।
৫। যুগ্মসচিব, জাহাজ/আই.ও/ চবক/জানরক, যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
৬। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমি, জুলদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম-৪২০৬।
৭। মাননীয়প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। উপসচিব, চবক/পাবক/টিএ/নৌ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ/বাস্থবক/পরিকল্পনা/বাজেট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
৯। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১১। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, দক্ষিণ হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০।
১২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৩। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (টিসি/মোবক/বিএসসি/জাহাজ/আইন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, (সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংসদ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)।
১৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান(পরিঃ-১/২/৩/৪/৫), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় |
১৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৭। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৮। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়ঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
তারিখ ঃ ১২-০৩-২০২০খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৮০৮, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কাজ শুরু করেন। প্রথমেই সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনাব রফিকুল ইসলাম খান গত ০৯-০২-২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সকল দপ্তর এবং সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয়ের উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথোপযুক্ত মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রণীত সম্ভাব্য কর্মসূচি নিয়ে সভায় নিম্নরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ঃ ১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী জাহাজগুলো লোগো/ট্যাগ লাইন দিয়ে সজ্জিতকরণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	১। সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সকল সরকারি-বেসরকারি জাহাজে অনুমোদিত লোগো ব্যবহার ও ট্যাগ দিয়ে ২৬ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সুসজ্জিতকরণ। জাহাজ ও ঘাট সুসজ্জিতকরণের কার্যক্রম তদারকির জন্য সকল দপ্তর/সংস্থা নিজস্ব মনিটরিং টিম গঠন করবে। সকল দপ্তর/সংস্থা আগামী ১৬-০৩-২০২০ তারিখের মধ্যে কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ।
		২। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২০২০ সাল থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে আজীবন লঞ্চ ঘাট ও ফেরিঘাটে টোল ফ্রি প্রবেশ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে গত ২৪-০২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ হতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে মর্মে সভাকে জানানো হয়।	২। ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে আজীবন ফেরিঘাট ও লঞ্চঘাটে টোল ফ্রি প্রবেশ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় পত্রিকা, গণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার করতে হবে। সুশৃঙ্খলভাবে টোল ফ্রি প্রবেশ সুবিধা প্রদানের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণপূর্বক সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী সেবা দিতে হবে। বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জামুকাকে অবহিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ / বিআইডব্লিউটিসি ও মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা।

	৩। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার গাইড লাইনের আলোকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রকাশিত ডায়রি, ক্যালেন্ডারসহ সংগ্রহকৃত সকল ধরণের স্টেশনারি সামগ্রিতে লোগো ব্যবহারের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৩। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার গাইড লাইনের আলোকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রকাশিত ডায়রি, ক্যালেন্ডারসহ সংগ্রহকৃত সম্ভাব্য সকল ধরণের স্টেশনারি সামগ্রিতে লোগো ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর এবং সংস্থাসমূহ
	৪। **পতাকা উত্তোলন ও আলোকসজ্জা:** আগামী ২৬ মার্চ ২০২০ জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ২৬-২৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ভবন সমূহে আলোকসজ্জা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	৪। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের ভবনেআগামী ২৬ মার্চ ২০২০ জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং ২৬-২৭ মার্চ ২০২০ তারিখে ভবন সমূহে আলোকসজ্জা করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা (সকল)
	৫। (ক) ১৭ই মার্চ ২০২১ এ জাতীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ। (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহ জাতীয় কর্মসূচির আলোকে জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাপনী কর্মসূচি গ্রহণ।	৫। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় অনুষ্ঠানের আলোকে স্ব স্ব সংস্থা দিবসটি উদযাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া কর্মকর্তাগণ এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা (সকল)
	৬।**সেমিনার আয়োজনঃ** ক) আগামী ০২-০৪-২০২০ হোটেল সোনারগাঁও-এ **বঙ্গবন্ধু ও নদী মাতৃক বাংলাদেশ শিরোনামে** অনুষ্ঠিতব্য ১ম সেমিনারে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথির আসন অলংকরণে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, বিশেষ অতিথি, আলোচক এবং অতিথি বৃন্দের বিষয়ে আলোচনা হয়।	৬। **ক)** সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলংকরণের জন্য মাননীয় তথ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **বঙ্গবন্ধু** মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রিয়ার অ্যাডমিরাল এম খালেদ ইকবাল। সেমিনারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতিবিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দও সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর
	খ) **"বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সুনীল অর্থনীত" শিরোনামে ২য় সেমিনারটি ১৭ মার্চ, ২০২১ সালের মধ্যে আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।**	**খ)** সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর
	গ) **"বঙ্গবন্ধুঃ শ্বাশ্বত বাংলার প্রতিরুপ"** শিরোনামে অপর একটি সেমিনার বরেণ্য ব্যক্তি/জাতীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে নৌ পথে আয়োজনের বিষয়ে **সভায় আলোচনা** হয়।	গ) আগামী মার্চ ২০২১ এর মধ্যে নৌপথে এ সেমিনার আয়োজন করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় /বিআইডব্লিউটিসি

		৭। প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও শিশুসহ সকল যাত্রী যেন নিরাপদে স্টীমার ও জাহাজে উঠতে পারেন সে জন্য ব্যবহারকারী-বান্ধব গ্যাংওয়ে/ব্রীজ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৭। আগামী জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজে ব্যবহারকারী-বান্ধব গ্যাংওয়ে/ব্রীজ স্থাপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর এ বিষয়টি সমন্বয় করবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
		৮। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সংকলন ও এ্যালবাম প্রকাশ: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বিদেশী অতিথিসহ বঙ্গবন্ধুর নৌ ভ্রমণের ছবিসহ এ্যালবাম/সংকলন প্রকাশ করা হবে।	৮। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও তাঁর বক্তৃতার সংকলনএবং ছবির এ্যালবাম প্রকাশ করতে হবে। এ সকল প্রকাশনার ক্ষেত্রে উচ্চমান বজায় রাখা হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর
		৯। ডকুমেন্টারিঃ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্বলিত ১০ মিনিট ব্যাপ্তির একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করতে হবে।এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক যথাযথ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	৯। নৌ সেক্টর নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা, পরিকল্পনা, এ বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অর্জন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যসহ ৫-১০ মিনিটের তথ্যচিত্র তৈরী করা হবে। ১৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
		১০। নৌকাবাইচঃ সভায় জানানো হয় যে, জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।	১০। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে জেলা প্রশাসনকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ নৌপরিবহন অধিদপ্তর।
		১১। জাতীয় শোক দিবসঃ জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ যথাযথ ভাব গাম্ভীর্যের সাথে পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে পালনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১১। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করেজাতীয় শোক দিবস, ২০২০ যথাযথ ভাব গাম্ভীর্যের সাথে পালনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
		১২। মেরিন একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম চালু: বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে পাবনা, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট জেলায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি নতুন মেরিন একাডেমিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে	১২। পাবনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নির্মিত ৪টি মেরিন একাডেমি উদ্বোধনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পেশ করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় /নৌপরিবহন অধিদপ্তর/সকল মেরিন একাডেমি

		মেরিন একাডেমি হতে ৪ (চার) জন কর্মকর্তাকে কমান্ডেন্ট পদে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। ১৩। বঙ্গবন্ধু নদী পদক: বিশ্ব নৌ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২০ নদী দখল ও দূষন রোধ এবং নদীর সুন্দর পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ১৪। তথ্যচিত্র প্রদর্শনী: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলির বিষয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রসহ জাহাজসমূহ নিয়ে ডিসেম্বর, ২০২০ এ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন। ১৫। **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস:** সভায় জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালনের জন্য ১০ জানুয়ারী ২০২১ এ জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ১৬। মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ১৭। যে সকল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপনা দিয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে সংস্থাসমূহ কর্মসূচি ও বাজেট তৈরী করবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাজেটে প্রতি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দ রাখতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	১৩। বিশ্ব নৌ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২০ নদী দখল ও দূষন রোধ এবং নদীর সুন্দর পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বঙ্গবন্ধু নদী পদক প্রদান করা হবে। ২৬ মার্চ-এর পর এ বিষয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা করা হবে। ১৪। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও জাহাজের তথ্য চিত্রসহ ডিসেম্বর, ২০২০ এ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। ১৫। জাতীয় কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালনের জন্য ১০ জানুয়ারী ২০২১-এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ১৬। মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থার অফিসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন দিবে। ১৭। মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর/সংস্থারস্ব স্ব বাজেট থেকে মুজিব বর্ষের কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহ করবে। অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ বিবেচনায় গৃহীত কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ বিবেচনা করা হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/ নৌপরিবহন অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দপ্তর/সংস্থা (সকল)। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা (সকল)।
২.	২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন	সভায় জানানো হয় যে, **২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন** বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির অনুসরণে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা।
৩.	অনিষ্পন্ন বিষয়াদি	(১)বিআইডব্লিউটিএ ঃ (ক) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার: (ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও	(ক) (১) উদ্ধারকৃত জমি/স্থান জনগণের ব্যবহার	

		পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদীসহ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও দখল পুনরুদ্ধার এবং সরকার পক্ষে নদীর তীর ভূমির দখল বজায় রাখার জন্য ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বনায়ন ও নদীর তীর ভূমির উন্নয়ন কার্যক্রম এর অগ্রগতি সম্পর্কে বিআইডব্লিটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অগ্রগতি তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় নদীর তীরে সীমানা পিলার স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিআইডব্লিউটিএ'র প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ডিপিপি অনুযায়ী সীমানা পিলার স্থাপন করা হচ্ছে।	উপযোগী, ওয়াকওয়ে ও পার্ক স্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নদী রক্ষার পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। (২) নদী রক্ষা ও অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ডিসপ্লেতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করে তার তদারকি করার জন্য কমিটি গঠন করে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। পুনরায় কেউ যদি নদীর ভূমি দখল করে তার বিরুদ্ধে তৎক্ষনাৎ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
		<u>(খ) চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তর :</u> চাঁদপুর নদী বন্দরের কতটুকু তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ'র নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজন হবে এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ৪৫.২৬৫৪ একর তীর ভূমি বিআইডব্লিটিএ'র নিকট হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। ফোরশোর ভূমি চিহ্নিত করে পরিমাপ করার জন্য ০২-০৭-২০১৮ তারিখে চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, রাজস্বকে আহ্বায়ক করে ০৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৬-১১-২০১৮ তারিখের এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্বের তালিকা যাচাইবাছাই করে জমির পরিমাণসহ একটি হালনাগাদ খতিয়ান তৈরি, ০৩ টি মৌজার সিএস, আরএস, বিএস সার্ভেসহ নকশাশীট সহকারে তথ্য, উপাত্ত, রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) চাঁদপুরকে প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। সভায় বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধি জানান যে এ বিষয়ে সার্ভে প্রতিবেদন প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই প্রতিবেদন দাখিল করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(খ) জেলা প্রশাসন, চাঁদপুরের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চাঁদপুর নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানা নির্ধারণ ও জমি হস্তান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে নদীর সীমানা ও জমির পরিমান নির্ধারণ করে BIWTA এর অনুকূলে দখল হস্তান্তরের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ / মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
		<u>(গ) কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি বিআইডব্লিউটিএ-এর নিকট হস্তান্তর ঃ</u> এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১২-০৭-২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ২৭-০৭-২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ এবং জেলা প্রশাসন, কক্সবাজারকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(গ) জেলা প্রশাসকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কক্সবাজার নদী বন্দরের তীরভূমি দখল গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং তীরভূমির চারপাশ অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে সর্বশেষ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ / মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা

	জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার ও বিআইডব্লউটিএ'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ জরীপ সম্পন্ন হয়েছে। যৌথ জরিপের ভিত্তিতে জমির তফসিল অনুযায়ী পরিমাপ এবং সীমানা চিহ্নিতকরনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার কর্তৃক অনুমোদন করার পর ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
	(ঘ) বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল পরিচালনার নিমিত্ত ৩৯ ক্যাটাগরীর ৭৪ টিপদসৃজন: বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল পরিচালনার নিমিত্ত ৩৯ ক্যাটাগরীর ৭৪ টি পদ সৃজনের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও প্রশিক্ষণ মডিউল প্রেরণ করেছে। প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও প্রশিক্ষণ মডিউল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	(ঘ) পদ সৃজনের জন্যবিআইডব্লিউটিএ ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
	(ঙ) বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দর ও পরিবহন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো সহ ১৮৭ জনবল অনুমোদন সংক্রান্ত: বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্দর ও পরিবহন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদনের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত০৮-১২-২০১৯ তারিখেসম্মতি জ্ঞাপন করে। সম্মতি পত্রের 'ক' নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে অনুরোধ করা হয় মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ঙ) বিআইডব্লিউটিএ হতে প্রস্তাব পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অর্থ বিভাগের চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করা হবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা
	(চ)বিআইডব্লিউটিএ'র ল্যান্ড এন্ড এ্যাসেট বিভাগ গঠন এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদন সংক্রান্ত:বিআইডব্লিউটিএ'র ল্যান্ড এন্ড এ্যাসেট বিভাগ গঠন এবং সাংগঠনিক কাঠামোসহ জনবল অনুমোদনের লক্ষ্যে আইন শাখাকে এ্যাসেট বিভাগের আওতাভূক্ত করে জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আইন শাখাকে এ্যাসেট বিভাগের আওতাভূক্ত করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ কে অনুরোধ করা হয়। বিআইডব্লিউটিএ থেকে	(চ) বিআইডব্লিউটিএ ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে।	বিআইডব্লিউটিএ/ মন্ত্রণালয়ের টিএ শাখা

		প্রস্তাব পাওয়া গেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।		
		(২) <u>বিআইডব্লিউটিসি ঃ</u> **(ক) <u>সদরঘাট হতে কক্সবাজার/ইনানী পর্যন্ত রুটে পর্যটকদের সেবায় সি-ক্রুজ চালুর উদ্যোগ গ্রহণঃ</u>** বিআইডব্লিউটিসি'র নির্মাণাধীন ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ এবং ৩৫টি জলযান ও ৮টি সহায়ক জলযান নির্মাণ প্রকল্পে Cruise ship নির্মাণের ব্যবস্থা আছে, এগুলো নির্মিত হলে সদরঘাট হতে কক্সবাজার/ইনানী পর্যন্ত রুটেজাহাজ চালানো সম্ভবহবে মর্মে চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি সভাকে জানান।	(ক) (১)নির্মাণাধীন ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের পর ঢাকা-কক্সবাজার-ইনানী, খুলনা-কক্সবাজার-ইনানী, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-ইনানী, বরিশাল-কক্সবাজার-ইনানী রুটগুলো সমীক্ষা সাপেক্ষে পর্যটনের লক্ষ্যে নৌ ক্রুজ চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) নৌপরিবহন অধিদপ্তর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনা করে পর্যটকদের জন্য সি-ক্রুজ চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে । (৩) নির্মানাধীন জাহাজসমূহের নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (৪) বিআইডব্লিউটিসি এ বিষয়ে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা/নৌপরিবহন অধিদপ্তর
		(খ) <u>সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) হালনাগাদকরণ বিষয়:</u> বিআইডব্লিউটিসি'রকর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৯ ও সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে বিআইডব্লিউটিসি কে অনুরোধ করা হয়েছে ।এ বিষয়ে চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিসিজানান যে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(খ) বিআইডব্লিউটিসি এবং সংশ্লিষ্ট শাখা হতেজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়েরচেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি
		(গ) <u>বিআইডব্লিউটিসি এর গুলশান হাউজের জমিতে শেয়ারিং এর ভিত্তিতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ সংক্রান্ত তদন্ত</u>: এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ।কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভকে জানানো হয়।	গ) আগামী ৭ দিনের মধ্যে কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	তদন্তকারী কর্মকর্তা।
		(ঘ) <u>বিআইডব্লিউটিসি'র ৪র্থ শ্রেণীর লস্কর, হইলসুকানী, ঢালীসুকানী, ভান্ডারী, সুইপার ইত্যাদি পদ গুলো কারিগরী/বিশেষায়িত পদ কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা/মতামত প্রদান:</u> বিআইডব্লিউটিসি'র ৪র্থ শ্রেণীর লস্কর, হইলসুকানী, ঢালীসুকানী, ভান্ডারী, সুইপার ইত্যাদি পদ গুলো কারিগরী/বিশেষায়িত পদ	(ঘ) বিষয়টি দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকায় বিআইডব্লিউটিসি ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা

	কিনা সে বিষয়ে নির্দেশনা/মতামতের বিষয়ে গত ৩১-০৫-২০১৭, ০৯-১০-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ অব্যহত আছে মর্মে সভায় জানানো হয়।		
	(ঙ) <u>বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি পরিচালনাকারী নাবিকদের নৈশভাতা ও উদ্দীপনা বোনাস ভূতাপেক্ষ অনুমোদন সংক্রান্ত:</u> এ বিষয়ে ২৮/৬/২০১৬ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২১-০৯-২০১৭ তারিখের কোয়ারি অনুযায়ী জবাবএ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য গত ৩১-১০-২০১৭, ১৬-০৪-২০১৯ এবং ১২-১১-২০১৯ তারিখে বিআইডব্লিউটিসি-কে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসির ১৫-১২-২০১৯ তারিখের পত্রে অর্থ বিভাগের কোয়ারি অনুযায়ী জবাব প্রেরণ করে। বিআইডব্লিউটিসি হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব ১১-০২-২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ঙ) অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিসি/ মন্ত্রণালয়ের টিসি শাখা
	(৩) <u>বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা তৈরী:</u> জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য২৯-১২-২০১৯ তারিখে বিএসসিকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএসসির প্রতিনিধি জানান যে অতি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	৩। (ক)বিএসসি এর নিজস্ব চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করে আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। (খ) চাকুরীর প্রবিধানমালা তৈরিতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা থেকে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা যেতে পারে: ১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন)- আহবায়ক। ২। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন প্রতিনিধি- সদস্য। ৩। সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা- সদস্য সচিব।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন/ মন্ত্রণালয়ের বিএসসি শাখা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা।
	(৪) <u>নৌপরিবহন অধিদপ্তর:</u> <u>মার্চেন্ট শিপিং এর জন্য ৫৭২ টি পদ সৃজন</u> নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে গত ১৩/০৬/২০১৯ তারিখে অধিদপ্তরের জন্য নতুন পদ সৃজনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রেরিত প্রস্তাবটি যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩/১০/২০১৯ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	(৪) নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্তপদ সৃজনের প্রস্তাবটি দ্রুততার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের জাহাজ শাখা।

		হয়েছে। উক্ত সভায় পদ সৃজনের বিষয়ে কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের মতামত প্রদান করা হয়। উক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে পুন:প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ২৩/০১/২০২০ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে সভাকে জানানো হয়।		
		(৫) <u>চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ:</u> (ক) <u>বন্দর এলাকায় বর্জ্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিচালনার জন্য পদ সৃজন</u> সভায় জানানো হয় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০২-২০১৯ তারিখের পত্রের আলোকে কতিপয় তথ্য/প্রমাণক ছক ভিত্তিক চাওয়া হয়। উক্ত তথ্যাদি ১১-১১-২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কর হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি ম্যাট্রিকস আকারে যথাযথ প্রমাণকসহ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। সে মোতাবেক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য গত ০৮/০১/২০২০ তারিখে চবক কে পত্র দেয়া হয়েছে। চবক হতে গত ১৮/০২/২০২০ তারিখে তথ্যাদি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি প্রেরণে জন্য ০৫/০৩/২০২০ তারিখে চবকে অনুরোধ জানানো হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে চবকের প্রতিনিধি জানান যে অতি শীঘ্রই প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(ক) পদ সৃজনের ক্ষেত্রে চবক ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
		<u>(খ) চবক এর হাসপাতালে ৫৯ টি পদ সৃজন:</u> জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৫-৫-২০১৯ তারিখের পত্রে ২৫টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। প্রস্তাবটি ৫.৯.২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অনুরূপ পদের বেতনস্কেল/গ্রেড এবং অনুমোদিত নিয়োগবিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। চবক থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ১৪-১১-২০১৯ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের ২৮/১১/২০১৯ তারিখের পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ১৮/১২/২০১৯ চবক কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে চবকের প্রতিনিধি জানান যে অতি শীঘ্রই প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(খ) পদ সৃজনের ক্ষেত্রে চবক ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অর্থ বিভাগের চেক লিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।

৫

		<u>(গ) চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এর পদের নাম পরিবর্তন</u> জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪/৮/২০১৯ তারিখের পত্রে পরিচালক (বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক) এর পদের নামটি পরিবর্তন করে পরিচালক (বিদ্যুৎ) করার প্রস্তাবটি ৪/৯/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। অর্থ বিভাগ কতিপয় তথ্য যেমন : জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্র, বেতনস্কেল নির্ধারণের কপি, চাকুরি প্রবিধানমালা ও সারসংক্ষেপ প্রেরণ করার জন্য ১৬-৯-২০১৯ তারিখে পত্র দেয়। চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণ করার জন্য চবকে ১৯-৯-২০১৯ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু চবক ২৫/১১/২০১৯ তারিখে প্রেরিত তথ্যাদি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য চবক কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে চবকের প্রতিনিধি জানান যে, অতি শীঘ্রই প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	গ) পদনাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চবক ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক অর্থ বিভাগের চেক লিস্ট অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কতৃপক্ষ/ মন্ত্রণালয়ের চবক শাখা।
৩.	শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে:	সভায় জানানো হয় যে, শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। শূন্য পদে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান যথাযথ অনুসরণ করা প্রয়োজন।	.১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ বিধি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়ের ০৪-০৩-২০১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনার আলোকে শূণ্য পদের বিপরীতে সুস্পষ্ট নিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ সমন্বয় করার জন্য সংস্থা প্রধান, নিয়োগ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মনোনিত প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৪। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। ৫। শূণ্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যেসম্পন্ন করতে হবে। ৬। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। ৭। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ সভা থেকে শুরু করে আবেদন যাচাইবাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ফলাফল চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করতে হবে। ৮। টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা

			৯। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	
৪.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করণ প্রসঙ্গে:	এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেরিত অগ্রগতি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	১। দপ্তর/সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নিবেন। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক/ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) সভাপতিত্বে বিআইডব্লিউটিসিতে ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে কমিয়ে আনতে হবে।	অডিট শাখা, সকল দপ্তর/সংস্থা
৫.	মামলা সংক্রান্ত তথ্য:	মামলার নোটিশ প্রাপ্তির পরই ওকালতনামা, আইনজীবী নিয়োগ, অনুচ্ছেদ ওয়ারি বক্তব্য তৈরি করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট পৌছানো এবং Contempt of Court এর বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান ওদুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।	সংস্থাভিত্তিক মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত পর্যলোচনা সভা করতে হবে। মামলার তথ্যাদি সব সময় হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের আইনশাখা
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও বর্তমানে অত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪০টি প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত আকারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা
৭.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে:	মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তাবয়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	১। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কেনিয়মিত	সকল শাখা

		যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	অবহিত করতে হবে।	
৮.	ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সংক্রান্তঃ	সভায় ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রমের সমুদ্র সম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদের ব্লু-ইকোনমি সেলে ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।এছাড়াও, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়দি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্লু ইকোনোমিক সেল হতে বিভিন্ন সময়ে চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণ করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। ৩। ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	আই.ও.শাখা
৯.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্তঃ	পেন্ডিং থাকা ০৬টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) যে আইনগুলো এখনো বাংলায় যুগোপযোগী করেঅনুবাদ করার কাজশেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে, সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে। (গ) পেন্ডিং থাকা আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থ/মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/আইন শাখা
১০	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ	APA টিম এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে BIWTA, BIWTC, CPA, MPA কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২। APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ অব্যহত রাখবে।উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার তদারকি বাড়াতে হবে। ৩। APA ১০০% বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলঃ	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২)কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে	(১) দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ধাবনী ধারনা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা

		সভায় আলোচনা করা হয়।		
১২	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চিতের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৩	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত ঃ	অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি বিষয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা
১৪	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ঃ	মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইনোভেশন কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় আলোচনা হয়।	সকল কর্মকর্তা সার্বক্ষনিক অনলাইনে যুক্ত থেকে মোবাইল/কম্পিউটারের মাধ্যমে ই-নথি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। ই-নথিতে সম্পাদিত ফাইল কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট পেন্ডিং থাকতে পারবে না। মন্ত্রণালয়ের সকল ফাইল ই-নথিতে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় কোন হার্ডফাইল গ্রহণ করা হবে না।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/ অধিশাখা/আইসিটি শাখা
১৫	উন্নয়ন প্রকল্প ও মনিটরিং সংক্রান্ত:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহিত সকল প্রকল্প ও তার মনিটরিং কার্যক্রম বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। (ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্প সমূহ পরিদর্শন শেষে জরুরি ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	উন্নয়ন শাখা
১৬	টেন্ডার প্রক্রিয়া:	ই.জি.পি তে প্রদত্ত টেন্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়।	পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে এবং এ বিষয়ে সরকারি অন্যান্য অনুশাসন অনুসরন করে যথা সম্ভব ইজিপি টেন্ডার আহ্বান নিশ্চিত করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সকল দপ্তর/সংস্থা।
১৭	বিবিধ	১। নদীর পানি পরিষ্কার রাখা, নদী দূষণ ও দখলরোধ এবং নৌযানবাহনে বিনোদনের ব্যবস্থা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। (ক) নদীর পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখতে হবে। (গ) নদীতে ময়লা/আবর্জনা না ফেলার জন্য যাত্রী সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি লঞ্চের সম্মুখে/সুবিধাজনক স্থানে এবং নদী বন্দরগুলোতে পন্টুনের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যানার টানানো নিশ্চিত করতে হবে। (ঘ) প্রতিটি সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ/গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। (ঙ) নদী দূষণ ও দখলরোধ সংক্রান্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত ৫টি ভিডিও ক্লিপ সকল লঞ্চের ভিডিও সিস্টেমে ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সলিড বর্জ্য Treatment এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। (ছ) জাহাজে বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে। (জ) প্রস্তুতকৃত টিভিসিগুলো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ বিআইডব্লিটিএ/ বিআইডব্লিউটিসি/চবক/ মোবক/পাবক।**

			(ঝ) বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে অভিহিত করবে।	
		২। মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যবহৃত সরকারের বিভিন্ন পদনাম ও পদবিসমূহের বিধি বহির্ভূত ব্যবহার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি অধিশাখার স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৪২৩.৩৫.০০৩.১৫.৯৫, তারিখ: ২৮-১১-২০১৯ অনুসরণ করতে হবে।	২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রের আলোকে পদনাম ও পদবিসমূহ পরিবর্তনের জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সংস্থা সমূহ এ বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দিবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সকল দপ্তর/সংস্থা।
		৩। <u>করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ:</u> চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চায়না হতে আগত জাহাজগুলোকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এ সকল জাহাজের নাবিক ও ক্রুদেরকে শোরে না আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। চবক হতে কোয়ারেন্টাইন সেল খোলা হয়েছে।	৩। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চবক, মোবক, বাস্থবক এবং পাবককে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	চবক, মোবক, বাস্থবক এবং পাবক।
		৪। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার পদ সৃজন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৪। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার পদ সৃজন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা থেকে মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ০১ (এক) তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/০৩/২০২০

(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব